ভাষামনন
বাঙালি মনীষা

পবিত্র সরকার

সূচিপত্র

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭৮
রাজশেখর বসু	৯১
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	১০৪
সুকুমার রায়	১১৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৯
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ	১৪৮
সুকুমার সেন	১৫৮
পরিশিষ্ট— হ্যালেড জীবন কথা	১৬৫
টীকা ও সূত্রনির্দেশ	১৮৩
নির্ঘণ্ট	২০১

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৩৮-১৯২৮

১

হিন্দু কলেজের প্রথিতযশা ছাত্র, কবি হেমচন্দ্রের সহপাঠী, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর "Bengali Spoken and Written"[১] নিবন্ধটির জন্য। এ নিবন্ধটি সম্ভবত সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলিত বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার পক্ষে প্রথম বিস্তারিত প্রস্তাব। এ নিবন্ধের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াতে লিখিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা "বাঙ্গালা ভাষা"[২], এবং পরবর্তী কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্যের ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় বক্তব্য শ্যামাচরণের দীক্ষা বহন করে[৩]। প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলিত ভাষার পক্ষে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু এই আন্দোলনের আদি বীজটি প্রোথিত হয়েছিল শ্যামাচরণের নিবন্ধেই, সাঁইত্রিশ বছর আগে। অবশ্য শ্যামাচরণের নিবন্ধ প্রকাশের বহু আগে থেকেই মূলত 'অ্যাংলিসিস্ট' ইংরেজের দল Sanskritized Bengali-র বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কাছাকাছি সময়ের মধ্যে জন বিম্‌সের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু শ্যামাচরণের মতো সাধু ও চলিতের চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও দুয়ের ভাষাগত তুলনা করে, তাঁর আগে বা পরে কেউ বিষয়টির অবতারণা করেননি, প্রমথ চৌধুরীও নয়।

৪ জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার গরলগাছা গ্রামে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন খিদিরপুর ডকের কর্মচারী। গ্রামের পাঠশালায় পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষা শুরুর পর ক্রমান্বয়ে ডেভিড হেয়ারের কলুটোলা ব্রাঞ্চ (এখনকার 'হিন্দু') স্কুল, চিৎপুরের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, এবং তারপর রামতনু লাহিড়ীর উত্তরপাড়া স্কুলে পাঠ সেরে জুনিয়ার বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৫৫-এ জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে গৃহীত হলেন। দু বছর পরে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেলেন। সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনের পর ১৮৬০-এ বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে পেলেন প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান।

তাঁর কর্মজীবন প্রধানভাবে ছিল শিক্ষকতার। গ্রামের পাঠশালা থেকেই তাঁর ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল, পরে তিনি ইংরেজির শিক্ষকরূপেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮৫৯-এ তিনি প্রথমে মেহেরপুর স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এর পরে মিলিটারি অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের অফিসে সংক্ষিপ্ত নিযুক্তি; কিন্তু অচিরেই শিক্ষকতায় প্রত্যাবৃত্ত হলেন। মালদহ জেলা স্কুল, আরা জেলা স্কুল এবং ছাপরা স্কুলে শিক্ষকতার পর্ব সমাধা করে ১৮৬৭-তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হলেন ১৫০্ টাকা বেতনে। সেখানে ছাত্ররূপে পেয়েছিলেন হরপ্রসাদ ও শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে ('শাস্ত্রী')-কে। সংস্কৃত কলেজে তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইংরেজি, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র। ১৮৭৬-এ উত্তরপাড়া স্কুলে ফিরে এলেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে। ১৮৮৭-তে যখন উত্তরপাড়া স্কুল দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ রূপে স্বীকৃতি পেল তখন শ্যামাচরণ তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। তাঁর অবসরগ্রহণের বছর ১৮৯৬। কিন্তু তার পরেও শ্যামাচরণ সম্ভবত ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[৪]

শ্যামাচরণের আত্মজীবনীসূচক *প্রবাসী*র লেখাটি ছাড়া অন্যত্র তাঁর জীবনীর উপকরণ দুর্লভ। কিন্তু তাঁর নিজের অন্যান্য রচনায় তাঁর মানসিকতার বাতাবরণটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষটি ছিলেন দেশের প্রতি গভীর মমতাবদ্ধ। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় একাধিক নিবন্ধে তিনি বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গকে তিনি আখ্যাত করেছিলেন 'Lord Curzon's crowning error' বলে,[৫] যদিও বিলিতি পণ্যের বয়কট তাঁর সমর্থন পায়নি। তাঁর যুক্তি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। তিনি এইসব প্রয়াসকে এক ধরনের 'protectionism' হিসেবে[৬] দেখেছেন এবং ভেবেছেন যে, এর ফলে মাত্র কিছু লোকের ঘরেই লাভের টাকা পৌঁছবে, দেশের বৃহৎ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কোনো উপকারে তা আসবে না। এ ব্যাপরে 'ঘরে-বাইরে'র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য লক্ষণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণ যুদ্ধকে বর্বরতার অবশেষ বা 'savage survival' আখ্যা দিচ্ছেন,[৭] এবং পৃথিবীব্যাপী যে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে ইয়োরোপের নানা জাতি, তাদের স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও আত্মতোষণের পর্যালোচনা করছেন। ভারতবর্ষের জন্য আত্মশাসন তিনি কামনা করেছেন, যদিও তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক ফ্রেমের মধ্যেই, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়।[৮] তবে অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধজয়ী মিত্রশক্তির বহুঘোষিত আত্মশাসন বা 'self-determinism'-এর নীতি একটি শব্দপ্রতারণা মাত্র, তার বেশি নয়।[৯] তাঁর ছিল বিচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা এবং দেশের সাধারণ মানুষের নানাবিধ মুক্তির জন্য অতন্দ্র বৌদ্ধিক অনুসন্ধান। অন্যত্র লক্ষ করি, আদালতে জুরি প্রথার আশু উৎসাদন তাঁর কাম্য, শাঁসালো ফি-র বিনিময়ে অপরাধীদের হয়ে উকিল বা অ্যাডভোকেটদের মামলা লড়ার ঘটনাকে তিনি নিন্দার্হ মনে করতেন, কারণ—Able advocacy of a bad case often defeats the ends of justice.'[১০]

আমাদের সবচেয়ে বেশি করে বিস্মিত করে তাঁর প্রাজ্ঞ মুক্তবুদ্ধি ও ঋজু যুক্তিসিদ্ধ নাস্তিকতা। ১৯২৪-এ, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়েস ছিয়াশি বছর পেরিয়ে গেছে তখন, লেখা একটি নিবন্ধে[১১] তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসের পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, যে, সেখানে ইহজগৎ ও মানবজীবন ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বাস তাঁর অবশিষ্ট নেই। স্কুলে প্রথমে তাঁর হিন্দু বহুদেববাদে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কলেজে যাবার আগেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস তৈরি হয়। তেইশ বছর বয়সে যখন কোঁত-এর রচনাবলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই মৌলিক পরিবর্তন ঘটল তাঁর বিশ্বাসভূমিতে। সেখানে ঈশ্বরের জায়গা নিল বিশ্বজগৎ বা 'Universe'। কোঁত-এর মানবদেবে বিশ্বাসকে তিনি গ্রহণ করলেন না যদিও, কারণ মানুষে মহৎ ক্ষুদ্র উচ্চ নীচ দুয়েরই তিনি পরিচয় পেয়েছেন। তবু কোঁত্-এর চিন্তা মানবজাতির ঐক্যবোধকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে বলে তিনি স্বীকার করছেন। হয়তো এ ঐক্যবোধ ও সংহতি বাস্তবে অনুপস্থিত, কারণ সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি ও আফ্রিকায় তার সাম্রাজ্যভুক্ত বান্টু উপজাতির সদস্যের মধ্যে ঐক্য কি ফরাসিরা অনুভব করে, না প্রথম মহাযুদ্ধের আত্মক্ষয়কারী বিপর্যয় থেকে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ঐক্যের কোনো পরিচয় জেগে ওঠে? পরে স্পিনোট্সা-র বই পড়ে তিনি নিজেকে প্যানথিইস্ট বা সর্বেশ্বরবাদী ভাবতে শুরু করেন, কিন্তু বিশ্বজগতে 'ইচ্ছাশক্তি'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত চারটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করেন তিনি। বস্তু ও আত্মার বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত—বস্তু থেকেই চেতনার জন্ম—বস্তু ছাড়া চেতনার আর কোনো ভিত্তি নেই। আত্মার অবিনাশিতা ও জন্মান্তর সম্বন্ধে মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন স্বপ্নতত্ত্ব বা dream theory দিয়ে—আদিম মানুষ স্বপ্নে দেখে জন্মান্তর ইত্যাদির ধারণার জন্ম দিয়েছে—এবং পূর্বপুরুষ-পূজার প্রথা থেকে। সেই সঙ্গে বলেন, ইহলোকে অভাব ক্ষতি বঞ্চনার জন্য একটা ক্ষতিপূরক অলীক সান্ত্বনা হিসেবে মানুষ স্বর্গ ইত্যাদির সৃষ্টি করেছে। ওদিকে কোনো কাল্পনিক আদি হেতু (First Cause) হিসেবে ঈশ্বরকে তিনি মানেন না। তিনি বলেন 'The idea of God as Creator and Ruler of the Universe is a hypothesis after all, and a hypothesis which is quite unverifiable.'[১২] এসব কথা থেকে আমাদের খুব সংগতভাবেই 'চতুরঙ্গ'-এর জ্যাঠামশায়ের কথা মনে পড়ে যায়। বুঝতে পারি, ভাষা ও সমাজের ভাবনায় যে-প্রখর যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন এই মানুষটি, তাঁর জীবনদর্শনও সেই মুক্তবুদ্ধি ও স্বচ্ছ বিচারের দ্বারা চিহ্নিত।

শ্যামাচরণের রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়, মূলত ইংরেজিতেই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধাদি রচিত। সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডে শ্যামাচরণ সংক্রান্ত টীকায় ১৯২৭-এ প্রকাশিত *Essays and Criticisms* বইটির উল্লেখ

করেছেন। *Essays and Criticisms* ১৯২৭-এ লণ্ডনের Luzac & Co. প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ১৮৮৩-তে শ্যামাচরণ একটি ছাত্রপাঠ্য বই প্রকাশ করেছিলেন *A Word-Book, Bengali-English* নাম দিয়ে। পরে আমরা দেখব যে, "Bengali Spoken and Written" একটু বর্ধিত আকারে ১৯০৬ সালে প্রকাশ করেছিলেন শ্যামাচরণ। সম্ভবত এই তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের মোট হিসেব। তবে *A Word-Book*-এর প্রথম সংস্করণে উর্দু বা হিন্দুস্থানি শব্দও যুক্ত ছিল, পরে তা বর্জন করে একটি পৃথক ইংরেজি-হিন্দুস্থানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমরা লক্ষ করি, সাহিত্য তাঁর প্রাবন্ধিকসুলভ আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারেনি। নীচে তাঁর রচনাবলির তালিকা থেকে তাঁর মনোযোগের প্রকোষ্ঠগুলিকে চেনা যাবে।[১৩]

'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত—

1. Bengali Spoken and Written, October 1877.

2. A Universal Alphabet and the Transliteration of Indian Languages, April 1881.

3. Hindi, Hindustani and the Behar Dialects, July 1882.

4. The Language Question in the Punjab, October 1882.

5. The Behar Dialects—A Rejoinder [to Mr. (now Sir) George Grierson's Article 'In Self-Defence' in the Calcutta Review for October 1882], April 1883.

6. Transliteration *versus* Phonetic Romanization, October 1897.

7. The Royal Titles and Imperial Federation, April 1903.

'মডার্ন রিভিউ'তে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলি—

1. The Direct Method of Teaching Foreign Languages, September 1908.

2. The Partition of Bengal, November 1912 (Wirtten in October 1910).

3. Steps towards Reduction of Armaments, January 1914.

4. More about Reduction of Armaments, July 1914.

5. Some Ethical Aspects of the Present War and of its Probable End, November 1914.

6. The Tutonic, Latin and Slavonic Races of Popular Ethnology, January 1915.

7. The Rev. J. Knowles's Scheme for the Romanization of All Indian Writing, February 1918.

8. The Undesirability of Devanagari Being Adopted as the Common Script for All India April 1918.

9. Hindi or Hindustani, June 1918.

10. Bengali in Indo-Romanic Small-Letters, October 1918.

11. Self-Determination as the Basis of Just Peace, February 1919.

12. The International Phonetic Script, May 1919.

13. Esperanto *versus* English Internationalized, November 1919.
14. Indian Nationality and Hindustani speech, February 1920.
15. End of Fighting among Nations, August 1921.
16. Reform of Fighting in Courts of Law, September 1921.
17. Reform of Fighting in Courts of Law, No. 2., May 1923.
18. Self-Determination and India's Future Political Status, January 1923.
19. Combined British and American Lead in Boycotting War, August 1923.
20. India's Two Great Gifts to the World, December 1923.
21. Phases of Religious Faith of a Bengali of Brahman Birth, August 1924.
22. Steps towards a World Federation, January 1925.

১৯১৭-র জানুয়ারির প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নিবন্ধ 'My College Reminiscences'।[১৪]

এই সব নিবন্ধের মধ্যে "Bengali Spoken and Written" বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লেখা Appendix সহ ১৯০৬ সালে একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছিলেন শ্যামাচরণ। ১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে এক প্রস্তাবে বাংলা সরকার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ায় শিক্ষার বাহনের প্রশ্নটি আবার গুরুত্ব পেয়েছিল, সেই ঘটনা এবং সম্ভবত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৯০১ থেকে আরব্ধ বাংলা ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিতর্ক তাঁকে এ বিষয়ে প্রণোদিত করেছিল—তার সমস্তটাই *Essays and Criticisms* গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের রচনাটিও সংকলিত হয়েছে শেষ প্রবন্ধ রূপে। মাঝখানের সবগুলিই 'মডার্ন রিভিউ'-তে মুদ্রিত প্রবন্ধ—উপরের তালিকার 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 নম্বর। এর মধ্যে একটির নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে সংকলনে, একটি আংশিক গৃহীত।

এত সব মননশীল নিবন্ধ সত্ত্বেও "Bengali Spoken and Written"-এর লেখক হিসেবেই শ্যামাচরণ প্রধানত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের কাছে।[১৫] স্কুলজীবনেই সংস্কৃতপন্থীদের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ সাধু বাংলা গদ্য তাঁকে পীড়িত করত বলে তিনি জানিয়েছেন। তারই বিচারশীল প্রকাশ অবশ্যই এই নিবন্ধ। আমাদের কাছে এও স্মরণীয় যে, এর পরের বছর থেকে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে বসে বাংলা ভাষার উচ্চারণের নিয়মাবলি সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টায় রত হবেন, এবং বাংলা ভাষার স্বধর্ম আবিষ্কারের এক নতুন বিজ্ঞানপ্রবুদ্ধ পর্যায় আরম্ভ হবে তখন থেকে। শ্যামাচরণের নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বিচারধর্মী ভাষাতাত্ত্বিক রচনাগুলির আদর্শ ছিল—এমন অনুমান করতে প্রলোভন জাগে।